গৃহের অভ্যন্তরীণ সজ্জা

ইউনিট ৪

ভূমিকা

পরিবার হলো কয়েকজন সদস্যের সমন্বয়ে একটি সংগঠন। এই সংগঠনের অবস্থান হয় একটি গৃহে। গৃহের অভ্যন্তরীণ পরিবেশের সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন অভ্যন্তরীণ গৃহসজ্জা। এর মুখ্য উপাদান হলো আসবাবপত্র যা গৃহকে বাসোপযোগী করে তোলে। গৃহে বসবাসের আরাম ও সৌন্দর্য বিধানে আসবাবপত্রের যথাযথ নির্বাচন ও বিন্যাস করা হয়। আসবাবপত্রের সাথে আনুষঙ্গিকভাবে আরো কিছু সামগ্রীর বিন্যাস করতে হয়, যা গৃহকে আকর্ষণীয় করে তোলে। এতে গৃহের পরিবেশ, জীবনের মান উন্নত হয় এবং পরিবারের সদস্যগণ মানসিক পরিতৃপ্তি লাভ করে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ**

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ- ৪.১ : আসবাব নির্বাচন
পাঠ- ৪.২ : আসবাব বিন্যাসের নিয়ম
পাঠ- ৪.৩ : বিভিন্ন কক্ষে আসবাব বিন্যাস
পাঠ- ৪.৪ : গৃহের নান্দনিকতা বৃদ্ধি
পাঠ- ৪.৫ : গৃহে স্বাস্থ্যকর পরিবেশে সংরক্ষণ

পাঠ-৪.১ আসবাব নির্বাচন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- আসবাবপত্র নির্বাচনের বিবেচ্য বিষয়সমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

একটি গৃহে কয়েকটি কক্ষ থাকে, যেমন- শোবার ঘর, খাবার ঘর, বসার ঘর, পড়ার ঘর, রান্নাঘর, অতিথির ঘর ইত্যাদি। একেকটি কক্ষ একেক ধরনের কাজে ব্যবহৃত হয়। প্রতিটি ঘরের ব্যবহার অনুযায়ী আসবাবপত্র প্রয়োজন হয়। শোবার ঘরে খাট, আলমারি, খাবার ঘরে টেবিল, চেয়ার, শোকেস, ফ্রিজ, বসার ঘরে সোফা, ডিভান ইত্যাদি। আবার পরিবারের সদস্যদের বয়স, পারিবারিক জীবনচক্রের স্তর, গ্রাম বা শহরে অবস্থান, জীবনযাত্রার মান ইত্যাদির কারণে আসবাবের চাহিদাও ভিন্ন হয়।

আসবাব নির্বাচনের বিবেচ্য বিষয়সমূহ

- **প্রয়োজনীয়তা:** প্রয়োজন থেকে চাহিদার সৃষ্টি হয়। আসবাবের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য। পরিবারের সদস্যদের প্রয়োজন অনুসারে আসবাব ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে পুরাতন আসবাব মেরামত করে, রং বা বার্ণিশ করে পুনরায় ব্যবহার করা যায়।
- **আর্থিক সামর্থ্য:** আসবাব ক্রয়ের ক্ষেত্রে আর্থিক সামর্থ্য বা ক্ষমতা বিবেচনা করা গুরুত্বপূর্ণ। পরিবারের আয় অনুসারে ক্রয়ক্ষমতা অর্জিত হয়। আয়ের সাথে মিল রেখে আসবাবের জন্য অর্থ বরাদ্দ করতে হয়।
- **আসবাবের মূল্য:** বরাদ্দকৃত অর্থ বিবেচনা করে আসবাবের মূল্য নির্ধারণ করতে হয়। আসবাবের মূল্য নির্ভর করে নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান, উপকরণ, নির্মাণ কৌশল, নকশা, সমাপ্তিকরণ প্রক্রিয়া ইত্যাদির উপর। নামকরা প্রতিষ্ঠান, উচ্চমানের কাঠ যেমন- সেগুন, মেহগনি, কারুকার্যখচিত নিখুঁত নকশা এবং চাকচিক্যময় সমাপ্তি প্রক্রিয়ার জন্য আসবাবের মূল্য বেশি হয়। আবার প্লাই উড, বেত, রড, প্লাস্টিকের আসবাবের মূল্য কম হয়।
- **স্থায়িত্ব:** আসবাব নির্বাচন করার সময় পরিকল্পনা করতে হবে যে, এটির স্থায়িত্বকাল কত হবে। যদি অনেক বছর আসবাব পরিবর্তন করার ইচ্ছে না থাকে তবে মজবুত কাঠের আসবাব নির্বাচন করা যায়। আসবাবের বিভিন্ন অংশের মধ্যবর্তী অংশের সংযোগের উপর ও স্থায়িত্ব নির্ভর করে। দীর্ঘদিন ব্যবহার করতে চাইলে মাঝে মাঝে রং বা বার্ণিশ করা উত্তম। আর হালকা ওজনের ক্ষণস্থায়ী আসবাবের ক্ষেত্রে বেত, প্লাস্টিক বা প্লাইউড নির্বাচন করা যেতে পারে।
- **কক্ষের নকশা:** কক্ষের অর্থাৎ কক্ষের আকার ও আয়তনের সাথে আসবাব সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। কক্ষের স্থান পরিমাপ করে, চলাফেরার জায়গা, দরজা জানালার অবস্থান বিবেচনা করে আসবাব নির্বাচন করতে হয়।
- **উপযোগিতা:** আসবাব যে কাজে ব্যবহার করা হয় তার ওপর এর উপযোগিতা নির্ভর করে। একই আসবাব একের অধিক চাহিদা মেটাতে পারে যেমন- খাটের নিচে বক্স করে অথবা বক্স এর উপর বসার ব্যবস্থা করা যায় এবং বক্সগুলোতে প্রয়োজনীয় জিনিস রাখা যায়। অন্যদিকে শুয়ে বা বসে আরামবোধ করা যায়।
- **নকশা:** সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে আসবাবে নকশারও পরিবর্তন হয়। যুগোপযোগী নকশাই বেশি গ্রহণযোগ্য। শিল্পসম্মত, রুচিশীল সরল নকশা মোটামুটি সব যুগেই পছন্দনীয়। এ ধরনের নকশা যেমন আধুনিক তেমনি যত্ন নিতেও সুবিধাজনক।
- **নমনীয়তা ও বহুমুখিতা:** যে সব আসবাব সহজেই একস্থান থেকে অন্য স্থানে নেয়া যায় তা হলো নমনীয় আসবাব এবং একই আসবাবকে একের অধিক কাজে ব্যবহার করা হলে তাকে বহুমুখী আসবাব বলে। যেমন- নমনীয় আসবাব হলো চেয়ার বা খাট ভাঁজ করে রাখা। বহুমুখী আসবাব বলতে সোফা কাম বেড, ওয়্যারড্রোব কাম ড্রেসিং টেবিল ইত্যাদি। এ ধরনের আসবাব স্থান সংকট সমস্যার সমাধান করে। এটি বেশি সদস্যবিশিষ্ট পরিবারের জন্যও কার্যকর।

- **সদস্যদের পেশা বা চাকরিঃ** চাকরির প্রকৃতি অনুসারে আসবাব নির্বাচন করা উচিত। বদলিযোগ্য চাকরির ক্ষেত্রে হালকা ওজনের সরল নকশাযুক্ত ও কম সংখ্যাক আসবাব নির্বাচন করা শ্রেয়। রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, শিক্ষক, চিকিৎসক এধরনের পেশাজীবীদের বাড়িতে লোক সমাগম বেশি হয় বিধায় বসার ব্যবস্থা রাখতে হয়।
- **আবহাওয়াঃ** আমাদের দেশে গ্রীষ্ম ও বর্ষার আধিক্য বেশি। এটা বিবেচনায় রেখে সিজন করা কাঠ, যা বর্ষায় বাড়ে বা কমে না সেসব উপকরণের আসবাব নির্বাচন করা ভালো। তাছাড়া ধুলার প্রকোপ বেশি বলে গদিযুক্ত আসবাব ব্যবহার না করাই শ্রেয়।
- **যত্নঃ** আসবাব ব্যবহারের পাশাপাশি নিয়মিত যত্ন করতে হয়। যেমন- আসবাবের ধুলা পরিষ্কার করা, রং বা বার্ণিশ করা, ছোট খাট মেরামত করা, গদির কাপড় পরিবর্তন করা ইত্যাদি। সঠিকভাবে যত্ন নিলে আসবাব অনেকদিন স্থায়ী হয় এবং সৌন্দর্যও অক্ষুন্ন থাকে।
- **রুচি ও পছন্দঃ** আসবাবপত্রের নকশা, রং, উপকরণ নির্বাচনে পরিবারের সদস্যদের রুচির বহিঃপ্রকাশ ঘটে। ব্যক্তিগত পছন্দের সাহায্যে আসবাবপত্রে বৈচিত্র্য আনা যায় যা অভ্যন্তরীণ গৃহসজ্জাকে আকর্ষণীয় করে তোলে। আসবাবে নিজস্ব ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও পারিবারিক ভাবধারার প্রতিফলন থাকা বাঞ্ছনীয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার পারিবারিক চাহিদা অনুসারে আসবাবপত্র নির্বাচনের বিবেচ্য বিষয়গুলো উল্লেখ করুন।

সারাংশ

আসবাবপত্র প্রতিটি গৃহের জন্য প্রয়োজনীয়। এটি সৌন্দর্যদানেও ভূমিকা রাখে। পরিবারের সদস্যদের চাহিদা মেটানোর জন্য আসবাবপত্র নির্বাচন বা ক্রয় করার আগে কিছু বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। যেমন- প্রয়োজনীয়তা, আর্থিক সামর্থ্য, মূল্য, স্থায়িত্ব, কক্ষের নকশা, উপযোগিতা, নকশা, নমনীয়তা, পেশা, আবহাওয়া, রুচি, যত্ন ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। আসবাব নির্বাচনের বিবেচ্য বিষয় কোনটি?

ক) আসবাবের স্থায়িত্ব খ) কক্ষের স্থায়িত্ব

গ) প্রতিবেশীদের আসবাবের সাথে সামঞ্জস্য ঘ) সদস্যদের সাথে সামঞ্জস্য

২। আসবাবপত্র নির্বাচনের পূর্বে লক্ষ্য রাখতে হবে–

i. প্রয়োজনীয়তা

ii. পরিবারের সদস্যদের পেশা

iii. আসবাবপত্রে ভারী কারুকাজখচিত নকশা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) ii ও iii

গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৪.২ আসবাব বিন্যাসের নিয়ম

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- গৃহে আসবাব বিন্যাসের নিয়মাবলি বর্ণনা করতে পারবেন।

গৃহের জন্য আসবাবপত্র ক্রয় করার পর এর সার্থকতা নির্ভর করে তা যথাযথ বিন্যাসের ওপর। সঠিকভাবে বিন্যাসকৃত আসবাব দিয়ে কাজ করা সুবিধাজনক হয় এবং ঘরের ভেতরে সাবলীল ও নিরাপদে চলাফেরা করা যায়। সর্বোপরি গৃহের অভ্যন্তরীণ সজ্জাকে আকর্ষণীয় ও বৈচিত্র্যময় করতে আসবাবের সঠিক বিন্যাস অত্যন্ত জরুরি।

সঠিক ও আদর্শ আসবাব বিন্যাসের জন্য কিছু নিয়ম অনুসরণ করতে হয়–

কক্ষের ব্যবহার: গৃহে এককটি কক্ষে একেক ধরনের কাজ হয়। কক্ষের কাজ বা ব্যবহার অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন আসবাব বিন্যাস করা হয়। যেমন- শোবার ঘরে খাট, আলমারি, বসার ঘরে সোফা, শোকেস, খাবার ঘরে খাবারের টেবিল, ফ্রিজ, শোকেস ইত্যাদি। তবে একই কক্ষে একের অধিক কাজ করা হলে তাকে বহুমুখী কক্ষ বলে। এক্ষেত্রে শোবার ঘরে পড়াশুনা করা, খাবার খাওয়া, নমনীয় পার্টিশান দিয়ে অতিথিদের বসার ব্যবস্থা ও করা যায়। এমতাবস্থায় একই ঘরে খাট, টেবিল, চেয়ার, সোফা, বুক সেলফ সবই স্থাপন করতে হয়।

সাবলীল চলাফেরা ও কাজের সুবিধা: আসবাব বিন্যাস এমন হবে যাতে একটি আসবাব থেকে আরেকটির দূরত্ব ও অবস্থান চলাফেরায় কোনো বাঁধা সৃষ্টি না করে এবং ব্যবহারেও অসুবিধা না হয়। বিছানার চারদিকে খালি জায়গা রাখা, এতে বিছানায় ওঠা নামাতে সুবিধা হয়। আলমারি বা ওয়্যারড্রোবের দরজা বা ড্রয়ার খোলা বা বন্ধ করতে বাঁধা না পায়। দরজা বা জানালা খোলা ও বন্ধ করতে বিঘ্ন না ঘটে। খাবার টেবিলের পাশে ফ্রিজ ও প্লেট, গ্লাস রাখার শোকেস স্থাপন করা।

কক্ষের আকার ও আয়তন: কক্ষের অভ্যন্তরে দেয়ালের আকার অনুযায়ী বড় দেয়ালে বড় আসবাব সমান্তরাল করে এবং ছোট দেয়ালে কম উচ্চতার আসবাব রাখা ভালো। অনেক সময় দেয়ালে কলাম থাকার কারণে আসবাব বিন্যাসে সমস্যা হয়। সেক্ষেত্রে কলামের ফাঁকে বা কোণাকুণি করে আসবাব বিন্যাস করা যায়।

স্বাস্থ্যকর পরিবেশ রক্ষা করা: আসবাবপত্র এমনভাবে বিন্যাস করতে হবে যাতে সূর্যের আলো ও বাতাস চলাচলে কোনো বাঁধার সৃষ্টি না করে। ঘরের দরজা ও জানালার বরাবর কোনো আসবাব রাখা যাবে না। বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম যেমন- ফ্রিজ, ওভেন, টেলিভিশন, কম্পিউটার ইত্যাদি যেন সরাসরি রৌদ্রতাপ না পায় তবে বাতাস চলাচল করে এমন স্থানে রাখা যেতে পারে। এতে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ব্যবহারের পরও ঠান্ডা থাকে।

গঠনগত ত্রুটি ঢেকে রাখা: বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করে সচেতনভাবে আসবাব বিন্যাসের মাধ্যমে কক্ষের দেয়াল, মেঝে ও ছাদের গঠনগত ত্রুটি গোপন করা যায়। দেয়াল বা মেঝের কোনো অংশ ফাটল ধরা, প্লাস্টার খসে পড়া, টাইলস বা মোজাইক ভেঙ্গে গেলে কোনো আসবাব দিয়ে তা ঢেকে দেওয়া যায়। আবার দেয়াল সংলগ্ন আসবাব না রেখে কিছুটা দূরে রাখা হলে দেয়ালে প্লাস্টার বা রং এর ক্ষতি হয় না। ফলে আসবাবের পেছনে নিয়মিত পরিষ্কার করা যায়।

গৃহসজ্জায় বৈচিত্র্য আনা: গৃহসজ্জায় একঘেয়েমী রোধ করার জন্য এবং আসবাবের যত্ন নেয়ার জন্য সম্ভব হলে মাঝে মধ্যে বিন্যাসের পরিবর্তন করা যায়। বড় আসবাব সম্ভব না হলেও ছোট আকারের আসবাব সরিয়ে রদবদল করা হলে একদিকে যেমন গৃহসজ্জায় নতুনত্ব আসে আবার আসবাব পরিবর্তনের ফলে আসবাবের নিচে ও পেছনে ঝাড়া-মোছা করা যায়। এতে আসবাবের স্থায়িত্ব বাড়ে এবং মানসিক তৃপ্তিও পাওয়া যায়।

শিল্পসম্মত বিন্যাস: অভ্যন্তরীণ গৃহসজ্জার অন্যতম নিয়ামক হলো শিল্পকলার নিয়মনীতি অনুসরণ করা। শিল্পনীতিসমূহ যথাযথ প্রয়োগ করে আসবাব বিন্যাস করা হলে তা সঠিক এবং আকর্ষণীয় হয়। আসবাব বিন্যাসে শিল্পনীতির যথাযথ ব্যবহার বর্ননা করা হলো–

- **অনুপাত-** আসবাব বিন্যাসের ক্ষেত্রে অনুপাত নীতিটি সূক্ষ্মভাবে অনুসরণ করতে হয়। আসবাবের আকারের সাথে ঘরের আকার ও আয়তন, এক আসবাবের সাথে অন্য আসবাবের আকার ও আয়তন, এক আসবাব এর সাথে অন্য

আসবাবের অনুপাত রক্ষা করতে হয়। এক্ষেত্রে বড় দেয়ালে বড় আসবাব রাখা যায় আবার ছোট বড় সংমিশ্রণের প্রয়োজন হলে অনুপাত আনার জন্য বড় আসবাবের সাথে কয়েকটি ছোট আসবাব স্থাপন করা যায়।

- **ভারসাম্য-** প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ দু'রকম ভারসাম্য রয়েছে, যা আসবাব বিন্যাসের মাধ্যমে রক্ষা করা যায়। আসবাবগুলো দলভুক্ত করার সময় ঘরের ভেতরের স্থান ভাগ করে নিতে হয়। যেমন- একদিকে অনেকগুলো আসবাব আবার অন্যদিকে ফাঁকা বা কম আসবাব বিন্যাস না করা। ঘরের দুদিকে একই ওজন ও আকারের আসবাব রাখলে প্রত্যক্ষ এবং দুই দিকে কম বেশি করে রাখা হলে তাকে অপ্রত্যক্ষ ভারসাম্য বলে। অপ্রত্যক্ষ ভারসাম্য অনুযায়ী বিন্যাসে বৈচিত্র্য আনা যায়।
- **মিল-** আসবাবের উপকরণ, রং, নকশা, আকার অনুযায়ী এক ধরনের আসবাব কাছাকাছি বিন্যাস করে মিল আনা যায়।
- **ছন্দ-** আসবাবগুলোর মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক এবং ধারাবাহিক বিন্যাসের মাধ্যমে কক্ষে ছন্দ সৃষ্টি করা যায়। ছন্দ সৃষ্টি করে ঘরে প্রাণবন্ত ভাব আসে। আসবাব বিন্যাস এমন হতে হবে যেন ঘরের ভেতরে একটি নির্দিষ্ট স্থানে দৃষ্টি স্থির না হয়ে যায়। ছন্দময় গতিশীলতা থাকলে কক্ষে প্রাণচাঞ্চল্য বিরাজ করে।
- **প্রাধান্য-** ঘরে যত আসবাবই রাখা হোক না কেন দু'একটি আসবাবে কিছুটা ভিন্নতা বা বৈচিত্র্য এনে প্রাধান্য সৃষ্টি করা যায়। এতে গৃহসজ্জায় ভিন্ন মাত্রা আনে। যেমন- শোবার ঘরে কারুকার্যখচিত আয়না, বসার ঘরে ফ্লোর ল্যাম্প বা বিশেষ কোনো সজ্জাসামগ্রী প্রাধান্য সৃষ্টি করতে পারে। অর্থাৎ গৃহসজ্জায় আকর্ষণীয় কোনো বস্তুর দিকে দৃষ্টিকে কেন্দ্রীভূত করে আসবাব বিন্যাসে প্রাধান্য আনতে হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	গৃহে আসবাব বিন্যাসে লক্ষণীয় বিষয়সমূহ উপস্থাপন করুন।

সারাংশ

গৃহের অভ্যন্তরীণ পরিবেশকে বিভিন্ন কাজের উপযোগী, স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ এবং দৃষ্টিনন্দন করার জন্য আসবাবপত্রের শিল্পসম্মত ও যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করে বিন্যাস করা দরকার। এ প্রেক্ষিতে কিছু নিয়ম গুরুত্ব সহকারে মেনে চলতে হয়। যেমন- কক্ষের কাজ, আরামদায়ক চলাফেরা, কক্ষের আকার আয়তন, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, গঠনগত ত্রুটি ঢাকা, বৈচিত্র্য আনা এবং শিল্পকলার নীতির অনুসরণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। শিল্পকলার নীতি কোনটি?

ক) সাজসজ্জা খ) অনুপাত

গ) বর্ণ বৈচিত্র্য ঘ) উজ্জ্বলতা

২। আসবাবপত্র বিন্যাসের নিয়ম হলো–

i. কক্ষের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা

ii. কক্ষের আকার ও আয়তন অনুযায়ী আসবাব বিন্যাস

iii. কক্ষের বিভিন্ন ত্রুটি ঢেকে রাখা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) ii ও iii

গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৪.৩ বিভিন্ন কক্ষে আসবাব বিন্যাস

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- বিভিন্ন কক্ষের ব্যবহারিক কাজগুলো উল্লেখ করতে পারবেন;
- সঠিক নিয়ম অনুসরণ করে বিভিন্ন কক্ষে আসবাব বিন্যাস বর্ণনা করতে পারবেন।

গৃহে বিভিন্ন কক্ষের কাজ বা ব্যবহার অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন আসবাব প্রয়োজন হয়। ব্যবহারিক চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি আরাম ও সৌন্দর্যের বিষয় বিবেচনা করে আসবাব বিন্যাস করতে হয়। নিচে কক্ষ অনুযায়ী আসবাব বিন্যাসের নিয়মাবলি বর্ণনা করা হলো–

শয়ন কক্ষ

একটি গৃহে সবচেয়ে আকাঙ্খিত ও আরামদায়ক স্থানটিই হলো শয়ন কক্ষ। বিভিন্ন কর্মকান্ড সম্পন্ন করে গৃহে বিশ্রাম নেবার জন্য শয়ন কক্ষের ব্যবহার হয়।

প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রঃ খাট, আলমারি, ওয়্যারড্রোব, ড্রেসিং টেবিল বা আয়না, বসার জন্য চেয়ার বা আসন ইত্যাদি।

নিয়মাবলি–

- ঘরের মাঝামাঝি স্থানে জানালার কাছাকাছি খাট, পাশে সাইড টেবিল, টেবিলের উপরে ল্যাম্প, টেলিফোন, বই ফুলদানি রাখা যেতে পারে।
- আলমারি, ওয়্যারড্রোব বড় দেয়ালে রাখার সময় খেয়াল রাখা যাতে দরজা বা জানালায় বাঁধা না পড়ে। খাটের পাশে বা শয়ন কক্ষ সংলগ্ন বারান্দায় বসার জন্য চেয়ার রাখা যেতে পারে ।
- ঘরের কোণায় ড্রেসিং টেবিল অথবা আলমারির দরজায় বা দেয়ালে আয়না লাগানো যেতে পারে।
- দেয়ালে হালকা নীল বা সবুজ রং এবং তার সাথে মিল রেখে পর্দা লাগানো যায়। দেয়ালে কোনো চিত্রকর্ম বা সজ্জাসামগ্রী স্থাপন করা যেতে পারে।

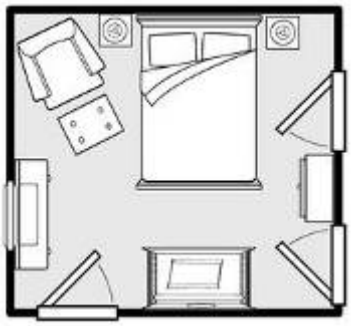

চিত্র-৪.৩.১: শয়ন কক্ষের আসবাব বিন্যাস

বসার ঘর

পরিবারের সদস্য ও অতিথি উভয় দিক বিবেচনা করে তুলনামূলকভাবে আকর্ষণীয় ও রুচিসম্মতভাবে বসার ঘরটিকে উপস্থাপন করা হয়।

প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রঃ কাঠ, বেত, রড ইত্যাদি নির্মিত সোফা, টেবিল, ডিভান, টেবিল বা ফ্লোর ল্যাম্প, শোকেস, ম্যাগাজিন বা পত্রিকা রাখার র‍্যাক, ম্যাট বা কার্পেট, সজ্জা সামগ্রী প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম ফুল লতাপাতা, ছোট টবে গাছ ইত্যাদি।

নিয়মাবলি–

- প্রশস্ত দেয়াল বরাবর দুই বা তিন সিটের সোফা এবং সিঙ্গেল সিটের সোফা কোণা করে বড় সোফা মুখ করে রাখা যায়। সোফার ফাঁকে সাইড টেবিল ও মাঝখানে বড় টেবিলটি রাখা যায়।
- ডিভানটি জানালার কাছাকাছি বড় দেয়ালের কাছে স্থাপন করা যায়।

- পারিবারিক ঐতিহ্য বহনকারী অথবা সদস্যদের শখের সামগ্রী, দুর্লভ সজ্জাসামগ্রী, সংগ্রহের বই ইত্যাদি দিয়ে শোকেসটি সাজিয়ে দেয়ালের কোণায় রাখা যেতে পারে।
- পত্রিকা, ম্যাগাজিন রাখার র‍্যাক, ল্যাম্প, গাছের টব, আকর্ষণীয় সজ্জাসামগ্রী আসবাবের এক পাশে রাখা ভালো।
- ভারী পর্দা, সুদৃশ্য দেয়ালসজ্জা, সোফায় ও ডিভানে পিলো দিয়ে সাজানো যায়।

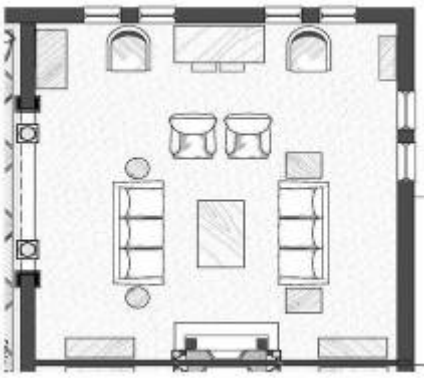

চিত্র-৪.৩.২: বসার ঘরের আসবাব বিন্যাস

খাবার ঘর

খাবার ঘরে খাওয়াদাওয়া হয় বলে স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিচ্ছন্ন রাখতে হয়।

প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রঃ খাবার টেবিল, চেয়ার, শোকেস, ফ্রিজ, ট্রলি পানির ফিল্টার, ওভেন ইত্যাদি।

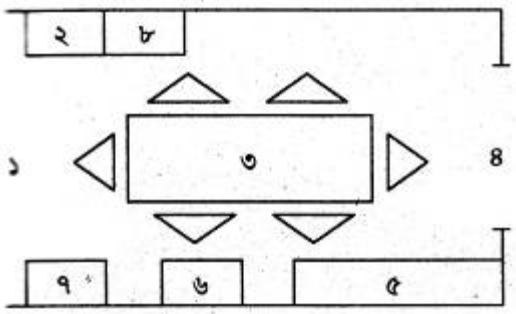

১। প্রবেশ পথ, ২। ফ্রিজ, ৩। খাবার টেবিল ও চেয়ার, ৪। জানালা, ৫। ডিনার ওয়াগন, ৬। ওভেন, ৭। পানির ফিল্টার, ৮।ট্রলি

চিত্র-৪.৩.৩: খাবার ঘরের আসবাব বিন্যাস

নিয়মাবলি–

- খাবার ঘরের মাঝামাঝি স্থানে খাবার টেবিল ও চারদিকে চেয়ার রাখা হয়। টেবিলের পাশে ট্রলি, শোকেস, পানির ফিল্টার রাখলে ভালো হয়।
- জানালার কাছাকাছি দেয়াল থেকে ৮″ দূরে ফ্রিজ, ওভেন রাখতে হবে।
- দরজা-জানালার অবস্থান এমন হতে হবে যেন আলো-বাতাস বাঁধাহীনভাবে চলাচল করতে পারে।
- খাবার টেবিলে ফুলদানিতে ফুল, ট্রলিতে ফলের ঝুড়ি রাখলে ঘরের সৌন্দর্য বাড়ে।

অতিথি ঘর

সাধারণত বসার ঘরের কাছাকাছি বা গৃহের সদর দরজার পাশে অতিথির ঘর থাকে।

প্রয়োজনীয় আসবাবঃ খাট, আলমারি (আয়না সংলগ্ন), প্রয়োজনীয় সামগ্রী রাখার ছোট টেবিল ইত্যাদি।

নিয়মাবলি–

- সিঙ্গেল খাট, পাশে ছোট টেবিল দেয়ালের পাশে কিছুটা জায়গা রেখে সংস্থাপন করা যায়।
- বড় দেয়ালে আলমারি এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রী রাখার জন্য দেয়াল সংলগ্ন র‍্যাক রাখা যেতে পারে।

পড়ার ঘর

বাড়ির নিরিবিলি পরিবেশে পড়ার ঘর থাকে। ঘরটিতে আলো-বাতাস যেন পর্যাপ্ত থাকে তার ব্যবস্থা রাখতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে শয়ন কক্ষে পড়ার আয়োজন করা হয়।

প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রঃ পড়ার টেবিল, চেয়ার, বুক সেলফ, কম্পিউটার, কাগজ ফেলার ঝুড়ি ইত্যাদি।

নিয়মাবলি–

- শয়ন কক্ষে একপাশে পড়ার জায়গা করা যেতে পারে। খাটের এক কোণায় চেয়ার-টেবিল, কম্পিউটার রাখা যায়।
- আলাদা পড়ার ঘরে জানালার পাশে পড়ার টেবিল, চেয়ার রাখা হয়।
- বুক সেলফটি পড়ার টেবিলের পাশেই রাখলে সুবিধা হয়।
- পড়ার টেবিলের একপাশে অথবা আলাদাভাবে কম্পিউটার রাখা যায়।

রান্নাঘর

শহরাঞ্চলে খাবার ঘরের পাশেই রান্নাঘরের অবস্থান। তবে গ্রামাঞ্চলে বাসগৃহের থেকে একটু দূরে আলাদা রান্নাঘর থাকে। রান্নাঘরটি 'L' আকৃতির হলে কাজের সুবিধা হয়।

প্রয়োজনীয় আসবাব ও সরঞ্জামঃ মিটসেফ বা থালাবাসন রাখার র‍্যাক, চুলা, দেয়াল কেবিনেট, সিঙ্ক, ময়লার বাক্স ইত্যাদি।

চিত্র-৪.৩.৬: রান্না ঘর

নিয়মাবলি–

- জানালার পাশে চুলা স্থাপন করা ভালো। সম্ভব হলে চুলার ওপরে দেয়ালে বায়ু নির্গমনকারী পাখা, গ্যাস বা ধোঁয়া বের হবার চিমনি রাখা যায়।
- মিটসেফ খাবার ঘর সংলগ্ন দেয়ালে রাখলে সুবিধা হয়।
- চুলার পাশে কাটাকুটি করার জায়গা এবং তার পাশে সিঙ্ক ধোয়ার কাজের জন্য সুবিধাজনক।
- শুকনা খাদ্য সামগ্রী, দা-বটি, ছুরি ইত্যাদি ধারালো সরঞ্জাম কেবিনেটের মধ্যে রাখা নিরাপদ। ময়লা ফেলার ঢাকনিযুক্ত পাত্র বা বক্সটি সিঙ্কের নিচে অথবা রান্নাঘর সংলগ্ন বারান্দায় রাখা যেতে পারে।
- রান্নাঘর সবসময় পরিচ্ছন্ন ও শুকনা রাখতে হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার বাসগৃহের একটি কক্ষের আসবাব বিন্যাস এর নিয়মাবলি বর্ণনা করুন।

সারাংশ

বাসগৃহে পরিবারের সদস্যদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় কাজগুলো সাবলীলভাবে সম্পন্ন করার জন্য যথাযথ নিয়ম মেনে আসবাব বিন্যাস করতে হয়। প্রতিটি ঘরে কী কাজ করা হয়, কোন কোন আসবাব প্রয়োজন হয় তা জেনে সেগুলো সঠিক নিয়ম অনুসরণ করে বিন্যাস করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। খাট, আলমারি, ওয়্যারড্রোব, ড্রেসিং টেবিল কোন কক্ষের আসবাব?

ক) শয়ন কক্ষ খ) বসার ঘর

গ) পড়ার ঘর ঘ) রান্নাঘর

২। খাবার ঘরের আসবাব–

i. সোফা, ডিভান

ii. খাবার টেবিল, চেয়ার

iii. ফ্রিজ, পানির ফিল্টার, ওভেন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৪.৪ গৃহের নান্দনিকতা বৃদ্ধি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- গৃহের নান্দনিকতা বৃদ্ধিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণের নাম বলতে পারবেন;
- পর্দা ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করতে পারবেন;
- পর্দা নির্বাচনের বিবেচ্য বলতে পারবেন;
- মেঝের আচ্ছাদনের ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- দেয়ালসজ্জা স্থাপনের নিয়ম বলতে পারবেন;
- পুস্প বিন্যাসের প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সাধারণ নিয়মাবলি বর্ণনা করতে পারবেন।

নান্দনিকতা অর্থ সৌন্দর্য যা ব্যক্তি বিশেষে ভিন্ন হয়। গৃহের অভ্যন্তরে প্রয়োজন ও আরামের দিকে খেয়াল রেখে আসবাব বিন্যাসের পর রুচিশীলতা ও পারিপাট্যের জন্য কিছু উপকরণের প্রয়োজন হয়। এসব উপকরণের সাহায্যে গৃহের নান্দনিকতা বৃদ্ধি করা হয়। উপকরণগুলোর মধ্যে-পর্দা, কার্পেট বা মেঝের আচ্ছাদন, দেয়াল ও অন্যান্য সজ্জাসামগ্রী, পুষ্পবিন্যাস , ছোট আলংকারিক গাছ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

পর্দা

পর্দার ব্যবহার

- পর্দা গৃহে বসবাসকারীর স্বাচ্ছন্দ্য, ব্যক্তিগত পছন্দ বা ইচ্ছা অনুযায়ী বাস করার অর্থাৎ, আব্রু ও নিরাপত্তা দান, অবাঞ্ছিত রোদ ও ধুলাবালি থেকে রক্ষা করে।

- উষ্ণ ও শীতল পরিবেশ সৃষ্টি করে।

- ঘরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।

পর্দার ধরনঃ পর্দা বিভিন্ন ধরনের হযে থাকে, যেমন– এক প্রস্থ পর্দা, দুই প্রস্থ পর্দা, ঝালরসহ পর্দা, ভারী বা হালকা ওজনবিশিষ্ট পর্দা, এক রং বা ছাপা পর্দা, ছোট বা লম্বা পর্দা।

চিত্র-৪.৪.১: বিভিন্ন ধরনের পর্দা

পর্দা নির্বাচনঃ কক্ষের আকার ও আয়তন, ঋতু, দেয়াল ও মেঝের রং ও জমিন, আলো ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য রেখে পর্দা নির্বাচন করতে হয়। যেমন- কক্ষের আকার বড় দেখাতে হলে শীতল (নীল, সবুজ, জাতীয়) রং এর এবং গ্রীষ্মকালে হালকা ওজনের পর্দা উত্তম যা ঘরকে আলোকিত করে এবং ঠান্ডা রাখে। আবার ছোট দেখাতে হলে এর বিপরীত রং ও জমিন নির্বাচন করতে হবে।

মেঝের আচ্ছাদন

চিত্র-৪.৪.২: মেঝের আচ্ছাদন

সিমেন্ট, টাইলস, মোজাইক ইত্যাদির তৈরি মেঝেতে আচ্ছাদন হিসেবে কার্পেট, শতরঞ্জি, পাটি, প্লাস্টিকের ম্যাট ব্যবহার করা হয়। মেঝের আচ্ছাদন ব্যবহার করার বিষয়ে কিছু সচেতনতার প্রয়োজন। যেমন- আচ্ছাদনটি নিয়মিত পরিষ্কার রাখা, কারণ এতে ধুলাবালি জমে গেলে তা স্বাস্থ্যহানি ঘটায়। তবে বাসগৃহে হালকা ওজনের সহজে যত্ন নেয়া যায় এমন আচ্ছাদন ব্যবহার করা ভালো। এক্ষেত্রে ছোট আকারের কার্পেট, শতরঞ্জি, হাতে তৈরি আসন ব্যবহার সুবিধাজনক। ঘরের আসবাব, দেয়াল, পর্দার রং এর সাথে মিল রেখে মেঝের আচ্ছাদন নির্বাচন করতে হয়। সাধারণত বসার ঘরে এবং বিছানার পাশে কার্পেট বা ম্যাট ব্যবহার করা হয়।

সজ্জাসামগ্রী

ঘরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি এবং পারিবারিক মূল্যবোধ বিকাশের জন্য গৃহের বিভিন্ন কক্ষের দেয়ালে, টেবিলের উপর, খাটের একপাশে বা মাথার কাছে, কর্ণার র‍্যাক বা স্ট্যান্ডে সজ্জাসামগ্রী রাখা হয়। এর মধ্যে ছবি, দেয়ালসজ্জা, কোনো শখের সামগ্রী বিন্যাস করা হয়। দেয়ালে পারিবারিক ছবি, বিখ্যাত ব্যক্তি, স্থান, স্থাপত্যের ছবি, প্রাকৃতিক দৃশ্যের সুদৃশ্য ছবি বিন্যাস করলে তা পরিবারের বন্ধন, জ্ঞান বৃদ্ধি এবং সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।

চিত্র-৪.৪.৩: দেয়ালসজ্জা

দেয়ালসজ্জা স্থাপনের নিয়ম–

- দেয়ালের আকারের সাথে মিল রেখে, অর্থাৎ বড় দেয়ালে একটি বড় বা কয়েকটি ছোট সজ্জাসামগ্রী বা ছবি টাঙানো যেতে পারে।
- দরজা-জানালার উচ্চতা থেকে শুরু করে নিচের দিকে দৃষ্টি বরাবর লাগাতে হবে।
- বিভিন্ন কক্ষ অনুযায়ী অর্থাৎ শোবার ঘরে পারিবারিক ছবি বা নিজেদের তৈরি সামগ্রী, বসার ঘরে বিখ্যাত বা ঐতিহ্যবাহী কোনো ছবি, খাবার ঘরে খাদ্য সামগ্রীর ছবি, শিশুদের ঘরে রঙিন, আকর্ষণীয় ও আনন্দদায়ক সামগ্রী স্থাপন করা যায়।
- দেয়ালের সজ্জাসামগ্রী সোজা করে টাঙাতে হবে এবং খেয়াল রাখতে হবে যাতে ঝোলানোর পিন বা সুতা দেখা না যায় ।

পুষ্প বিন্যাস

গৃহসজ্জায় বৈচিত্র্য ও আকর্ষণ সৃষ্টিতে পুষ্প বিন্যাসের অবদান রয়েছে। দৈনন্দিন, বিশেষ দিন বা কোনো অনুষ্ঠানে ফুল দিয়ে ঘর সাজালে সম্পূর্ণ পরিবেশটিই প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ: তাজা ও কৃত্রিম উভয় প্রকারের ফুল, লতা, পাতা, বিভিন্ন আকার (লম্বা, চ্যাপ্টা, চারকোণা) ও উপকরণের (কাঁচ, চীনামাটি, ধাতু, প্লাস্টিক, কাঠ) ফুলদানি, পিন হোল্ডার, কাঁচি, মাটি বা প্লাষ্টিকের টব বা বিভিন্ন আকৃতির পাত্র।

পুষ্পসজ্জার সাধারণ নিয়মাবলি–

- ফুল, ডাল ও পাতার আকার ও রং অনুযায়ী ফুলদানি নির্বাচন করতে হবে। যেমন- লম্বা ডালযুক্ত ফুলের জন্য লম্বা আকরের ফুলদানি এবং ছোট ডালের জন্য চ্যাপ্টা, চারকোনা ফুলদানিতে পিনহোল্ডার ব্যবহার করা যেতে পারে। পিনহোল্ডার হলো ধাতব পিনযুক্ত পাত যাতে ডাল গেঁথে রাখা যায়। এক্ষেত্রে বিন্যাসের সময় পিনহোল্ডারটি পাতা ডাল বা ফুল দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।
- সকালে বা সন্ধ্যাবেলায় তাজা ফুল সংগ্রহ করতে হবে। কাঁচি দিয়ে কোণাকুণিভাবে ডাল কেটে পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে।

- প্রতিদিন পানি বদলাতে হবে। পানির সাথে সামান্য চিনি মিশিয়ে রাখলে ফুল অনেক দিন তাজা থাকে।
- প্রকৃতিতে গাছের বিন্যাসকে অনুসরণ করে পুষ্প বিন্যাস করা ভাল। তবে কম সংখ্যক ফুল ব্যবহার করে ডাল ও পাতা সহযোগে সাজালে শিল্পসম্মত হয়।
- বিশেষ উপলক্ষে বেশি সংখ্যক ফুল স্তূপ করে চারপাশে পাতা ও ডাল দিয়ে বিন্যাস করা যায়।
- বসার ঘরের কেন্দ্রীয় টেবিলে, ঘরের কোণায়, কোনো র‍্যাকে, শোবার ঘর, খাবার টেবিলে ফুলদানিতে ফুল সাজানো যায়।
- লক্ষ্য রাখতে হবে ফুলদানি যেন ফুলের চেয়ে বেশি প্রাধান্য না পায়।

চিত্র-৪.৪.৪: পুষ্প বিন্যাস

এছাড়া ছোট আকৃতির টবে ক্যাকটাস, পাতাবাহার বা ছোট ফুলের গাছ ঘরের বিভিন্ন স্থান, সিঁড়ির কাছে, বারান্দায় ঝোলানো টবেও রাখা যায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার গৃহের উপযোগী দেয়ালসজ্জা ও পুষ্প বিন্যাসের পরিকল্পনা করুন।

সারাংশ

গৃহের সৌন্দর্য বর্ধনে কিছু উপকরণ যেমন- পর্দা, কার্পেট, দেয়ালসজ্জা, ছবি, পুষ্প বিন্যাস ইত্যাদি বিশেষ ভূমিকা রাখে। পর্দা আব্রু রক্ষার পাশাপাশি রোদ, তাপকে নিয়ন্ত্রণ করে। কার্পেট, শতরঞ্জি ইত্যাদি মেঝের আচ্ছাদন, দেয়ালসজ্জা সামগ্রী ও ছবি সাজানোর সময় বিভিন্ন কক্ষের ব্যবহার জানতে হবে। যেমন- শোবার ঘরে পারিবারিক ছবি বসার ঘরে বিখ্যাত ব্যক্তি এবং প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি রাখা যায়। পুষ্প বিন্যাস গৃহসজ্জায় বিশেষ আকর্ষণ সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে ফুলদানি নির্বাচন পুষ্প বিন্যাসের সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলি অনুসরণ করা প্রয়োজন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। শোবার ঘরে কোন ধরনের ছবি টাঙানো উত্তম?
ক) বিখ্যাত ব্যক্তির ছবি
খ) পারিবারিক ছবি
গ) স্থাপত্য ছবি
ঘ) খাবারের ছবি

২। পর্দা ব্যবহারের কারণ–
i. আব্রু ও নিরাপত্তা দান
ii. রোদ ও ধুলাবালি হতে রক্ষা
iii. ঘরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii
খ) ii ও iii
গ) i ও iii
ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৪.৫ গৃহে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সংরক্ষণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- দূষণমুক্ত স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সংরক্ষণে পরিবারের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- স্বাস্থ্যকর পরিবেশ রক্ষায় ব্যক্তিগত সচেতনতা বর্ণনা করতে পারবেন।

মানুষ, জীবজন্তু, গাছপালা, পানি, বায়ু ইত্যাদি পরিবেশের উপাদান। এ সব উপাদানের ভারসাম্যপূর্ণ বিন্যাস সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি করে। মানুষ পরিবেশের সবচেয়ে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান। কারণ পরিবেশ দূষণ ও সংরক্ষণে মানুষের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। গৃহবাসীর কর্তব্য গৃহে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সংরক্ষণ করা, যা বৃহত্তর পরিবেশ সংরক্ষণে সহায়তা করে। স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সংরক্ষণের পূর্বশর্ত হলো পরিচ্ছন্নতা। গৃহের অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রেখে দূষণমুক্ত স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সংরক্ষণ সম্ভব। এ উদ্দেশ্যে করণীয় পদক্ষেপসমূহ হলো–

পরিবারের আয়তন ছোট রাখা: পরিবেশ দূষণের অন্যতম কারণ অধিক জনসংখ্যা। পরিকল্পিত পরিবার সীমিত সদস্যবিশিষ্ট হয় যা পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশর ভারসাম্য রক্ষায় ভূমিকা রাখে।

গৃহ নির্মাণে সঠিক দিকস্থিতি নির্ধারণ করা: আমাদের দেশে দক্ষিণমুখী বাড়িই সর্বোৎকৃষ্ট। তবে পূর্বমুখীও মন্দ নয়, উত্তর ও পশ্চিমমুখী বসবাসের জন্য আদর্শ নয়। প্রাকৃতিক আলো ও বাতাসের চলাচলে গৃহে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় থাকে। পর্যাপ্ত আলো-বাতাস গৃহে রোগ জীবাণু জন্মাতে দেয় না। ফলে সদস্যরা রোগাক্রান্ত হয় না। আসবাব বিন্যাসের সময় বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হয় যাতে আলো বাতাস চলাচলে বিঘ্ন না ঘটে।

গৃহে গাছপালা লাগানো: গৃহের বাইরে সামনে বা পিছনে খালি জায়গা, বারান্দা, ছাদ ইত্যাদি স্থানে গাছপালা লাগানোর মাধ্যমে অক্সিজেনসমৃদ্ধ নির্মল বায়ু সেবন করা যায়। গৃহের অভ্যন্তরেও ছোট আলংকারিক গাছ রাখা যায়। বিশেষ করে ঘরে এয়ারকন্ডিশনার থাকলে গাছ রাখা স্বাস্থ্যকর।

ব্যক্তিগত সচেতনতা: ঘরের ভেতরে ও বাইরে পরিবেশ রক্ষায় পরিবারের সদস্যদের কিছু সুঅভ্যাস গঠনের দিকে নজর দিতে হবে। যেমন–

- ময়লা আবর্জনা নির্দিষ্ট স্থান বা ডাস্টবিনে ফেলা।
- নিয়মিত ঘরের মেঝে , রান্নাঘর, বাথরুম পরিষ্কার রাখা। জীবাণুনাশক ব্যবহার করে সপ্তাহে একদিন জানালা দরজা, গোসলখানা, কমোড, রান্নাঘর, বেসিন ইত্যাদি পরিষ্কার করা।
- আসবাব, গৃহসজ্জা সামগ্রী, দেয়ালের মাকড়সা, ফ্যান, এসি, পর্দা, বিছানা ও অন্যান্য আসবাবের কভার পরিষ্কার রাখা। এক্ষেত্রে চাদর বা অন্যান্য আসবাবের কভার সপ্তাহে এক দিন এবং পর্দা ও অন্যান্য আসবাবের কভার ৩/৪ মাসে এক দিন পরিষ্কার করতে হয়।
- সদস্যদের ধূমপানের মত বদঅভ্যাস বর্জন করা।
- শহরাঞ্চলে পানি ফুটিয়ে এবং গ্রামাঞ্চলে গভীর নলকূপের আর্সেনিকমুক্ত নিরাপদ পানি পান করা।
- স্যানিটারি ল্যাট্রিন ব্যবহার করা।
- যেখানে সেখানে কফ, থুথু, পানের পিক, চুইংগাম ইত্যাদি না ফেলা।
- পলিথিন, প্লাস্টিকের সামগ্রী যেগুলো মাটিতে মিশে না এবং বিনষ্ট হয় না সেগুলো ব্যবহার না করা। কাপড়, কাগজ ইত্যাদি পরিবেশ বান্ধব উপাদানের তৈরি ব্যাগ বা সামগ্রীর ব্যবহারে অভ্যস্ত হওয়া।
- মশা, মাছি, তেলাপোকা, ইঁদুর নিধনে ক্ষতিকর কয়েল, মরটিন, এ্যারোসল, ডি.ডি.টি. পাউডার ব্যবহার না করা। প্রয়োজনে মশারি ব্যবহার করা এবং নিয়মিত ঘরের ভেতর ও বাড়ির চারপাশে ঝোপ-ঝাড়, ড্রেন পবিষ্কার করা। টব, এসি বা ভাঙা কোনো পাত্রে পানি জমে এডিস মশার বংশ বৃদ্ধি করে। এ ব্যাপারে সচেতন থাকা।

- গৃহে বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক সরঞ্জাম যেমন- টেলিভিশন, সিডি, সেলাই মেশিন, শিল-নোড়া ইত্যাদি ব্যবহারে সতর্ক হওয়া যাতে তা শব্দ দূষণের সৃষ্টি না করে। এছাড়া পরিবারের সদস্যদের নিচু স্বরে কথা বলা, বহুতল ভবনে চেয়ার, টেবিল সরাতে মেঝেতে শব্দ না করা ইত্যাদি অভ্যাসগুলো আয়ত্ব করা।
- ব্যক্তিগত গাড়ি ব্যবহারে কালো ধোয়ার নির্গমনের ব্যাপারে সাবধান হওয়া। এটি বায়ুদূষণের জন্য দায়ী।

পরিবার সমাজের একক। প্রতিটি পরিবার যদি তাদের নিজ নিজ গৃহের স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সংরক্ষণ করে, তার ইতিবাচক প্রতিফলন পরে সমগ্র সমাজে। তাই সামগ্রিক পরিবেশ ভারসাম্যপূর্ণ রাখার ক্ষেত্রে পারিবারিক সচেতনতার প্রয়োজন। এক্ষেত্রে মাটি, পানি, বায়ু ও শব্দ দূষণরোধে দেশের প্রচলিত আইন মান্য করা প্রতিটি সচেতন নাগরিকের দায়িত্ব।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার গৃহের স্বাস্থ্যকর পরিবেশ রক্ষায় ব্যক্তিগত সচেতনতামূলক কর্তব্যগুলো তালিকার মাধ্যমে উপস্থাপন করুন।

সারাংশ

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় মানুষের প্রত্যক্ষ ভূমিকা রয়েছে। কারণ পরিবেশ দূষণের জন্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দায়ী মানুষ। এ দায়িত্ব পালনে সচেতনতা সৃষ্টিতে পারিবারিক শিক্ষার অবদান রয়েছে। তাই প্রতিটি পরিবারের প্রত্যেক সদস্য গৃহে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ রক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা রাখলে আমরা পাবো একটি নিরাপদ বাসযোগ্য পৃথিবী।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। পরিবেশ রক্ষায় করণীয় কোনটি?
ক) গৃহে গাছপালা লাগানো
খ) রেডিও টেলিভিশন দেখা বন্ধ করা
গ) গৃহে বাইরের আলো বাতাস ঢুকতে না দেয়া
ঘ) নিয়মিত কয়েল, স্প্রে, ডি.ডি.টি পাউডার ব্যবহার করা

২। স্বাস্থ্যকর পরিবেশ রক্ষায় সচেতনতা হলো–
i. ময়লা আবর্জনা নির্দিষ্ট স্থানে ফেলা
ii. পলিথিন সামগ্রী ব্যবহারে অভ্যস্ত হওয়া
iii. ফুটিয়ে বা গভীর নলকূপের পানি পান করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। সৌরভ ও মিতা দম্পতি ছোট একটি ফ্ল্যাট কিনেছেন। মনের মতো করে সাজাবেন বলে বিভিন্ন রং ও উপকরণের ভারী ভারী আসবাব কিনে ঘর ভরিয়ে ফেললেন। ঘরে এসব সাজাতে গিয়ে পর্যাপ্ত জায়গার অভাব হলো।
ক) গৃহের স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বলতে কী বোঝায়?
খ) মেঝের আচ্ছাদনের কী ধরনের যত্ন নিতে হবে এবং কেন?
গ) উদ্দীপকের আলোকে সৌরভ ও মিতা আসবাব নির্বাচনে সঠিক সিদ্ধান্ত নেননি - বুঝিয়ে দিন।
ঘ) সৌরভ ও মিতা ঘর সাজাতে শিল্পনীতির প্রয়োগ ঘটাতে কতটা ব্যর্থ বা সফল হয়েছেন- এ বিষয়ে মতামত দিন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.১ : ১। ক ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.২ : ১। খ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৩ : ১। ক ২। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৪ : ১। খ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৫ : ১। ক ২। গ